দুই প্রো-ভিসি অবরোধমুক্তর পর জাবি ভিসি অবরুদ্ধ

জাবি প্রতিনিধি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই প্রো-ভিসি অধ্যাপক এমএ মতিন (শিক্ষা) ও অধ্যাপক আফসার আহমদকে (প্রশাসন) ১৩ দিন পর অবরোধমুক্ত করে ভিসি অধ্যাপক আনোয়ার হোসেনকে অবরুদ্ধ করেছে আন্দোলনকারী শিক্ষকরা।

সোমবার ভিসি অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন ছুটি শেষে ক্যাম্পাসে ফিরে আসায় দুই প্রো-ভিসিকে মুক্ত করে দিয়ে আচার্যের আদেশ বাস্তবায়নে ভিসি প্যানেল নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার দাবিতে সোমবার রাত ১০টার দিকে ভিসির বাসভবনের সামনে অবস্থান নিয়ে ভিসিকে অবরুদ্ধ করে আন্দোলনকারী 'শিক্ষক-শিক্ষার্থী-কর্মকর্তা-কর্মচারী ঐক্য ফোরাম' ব্যানারের শিক্ষকরা। শিক্ষকদের এ অবস্থানের কারণে ভিসি অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন নিজ বাসভবনে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন।

জানা যায়, ভিসি প্যানেল নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার দাবিতে টানা ১৩ দিন অবরুদ্ধ করে রাখার পর সোমবার ভিসি অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন ক্যাম্পাসে ফিরে আসায় রাত সাড়ে ৯টার দিকে অবরোধ তুলে নিয়ে দুই প্রো-ভিসিকে মুক্ত করে আন্দোলনকারী শিক্ষক-শিক্ষার্থী-কর্মকর্তা-কর্মচারী ঐক্য ফোরাম। এরপর রাত পৌনে ১০টার দিকে আন্দোলনকারী শিক্ষকরা ভিসির সঙ্গে দেখা করতে তার বাসভবনে যান। কিন্তু ভিসি শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকায়

অবরুদ্ধ : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৮

অবরুদ্ধ : জাবি ভিসি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

আন্দোলনকারী শিক্ষকদের সঙ্গে দেখা করতে অপারগতা প্রকাশ করেন। এরপর রাত ১০টার দিকে আন্দোলনকারী শিক্ষকরা ভিসির বাসভবনের সামনে অবস্থান নেন। এতে ভিসি তার নিজ বাসভবনে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন।

অবরোধের বিষয়ে আন্দোলনকারী শিক্ষক-শিক্ষার্থী-কর্মকর্তা-কর্মচারী ঐক্য ফোরামের সদস্যসচিব কামরুল আহছান বলেন, সোমবার রাতে আমরা ভিসির সঙ্গে দেখা করতে যাই। কিন্তু তিনি অসুস্থতার কথা বলে আমাদের বাসায় ঢুকতে দেননি। তাই আচার্যের আদেশ বাস্তবায়নে ভিসি প্যানেল নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা এবং শিক্ষকদের বিরুদ্ধে করা রিট প্রত্যাহারের দাবিতে আমরা ভিসির বাসভবনের সামনে অবস্থান নিয়েছি। এ সময় ভিসি দুর্বৃত্তদের ও কর্মচারী সমিতির বিতর্কিত নেতাদের সঙ্গে সভা করলেও আন্দোলনকারীদের বাসভবনে প্রবেশের অনুমতি দেননি বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ অফিস থেকে প্রেরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ভিসি জানিয়েছেন, তার বাসার টেলিফোনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছে। আন্দোলনরত শিক্ষকরা ভিসির বাসায় নিয়োজিত কর্মচারী ও তার অফিসের কর্মকর্তাদের প্রবেশ করতে দিচ্ছেন না। ভিসি বলেছেন, কিছু সংখ্যক শিক্ষকের নৈতিকতা পরিপন্থী এ ধরনের আন্দোলনের মাধ্যমে দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় অচল হয়ে পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা নিরসনে রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের নির্দেশনা মোতাবেক পর্যায়ক্রমে সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। কিন্তু আন্দোলনকারী শিক্ষকদের বাধা ও বিরোধিতার মুখে কোনো পদক্ষেপই বাস্তবায়ন করা যাচ্ছে না। ভিসি আন্দোলনরত শিক্ষকদের ধৈর্য, সহনশীলতা ও যুক্তিপূর্ণ আচরণ প্রদর্শন এবং ভিসির বাসভবনের সামনে থেকে অবস্থান প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়েছেন। অন্যদিকে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী ঐক্য ফোরামের সর্বাত্মক ধর্মঘটের কারণে ১৪ দিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। তবে ক্লাস পরীক্ষা নিয়মিতভাবে চলছে।